তাং ...... 6 MAY 2017
পৃঃ 2

দৈনিক
ইত্তেফাক

গ্রামের শিক্ষার্থীরা এবারও পিছিয়ে

গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানে দক্ষ শিক্ষকের সংকট

■ নিজামুল হক

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বারবার কারিকুলাম, পাঠ্যবই ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন-
পরিমার্জন হচ্ছে। একটি বিষয় পুরোপুরি আয়ত্ত করার আগেই আবার নতুন পদ্ধতি
চালু হচ্ছে। শিক্ষকরা নতুন পদ্ধতিগুলো মানিয়ে নিতে পারছেন না। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ
নেই। নেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকও। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বক্তব্য:
শহরের কোনো স্কুলে দক্ষ শিক্ষক না থাকলেও শিক্ষার্থীরা অন্য কোনোভাবে মান
অনুযায়ী সিলেবাস শেষ করতে পারে। অন্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষকের সহায়তা
নিতে পারে। এছাড়া শহরের শিক্ষকরা নিজের তাগিদেই জানেন, প্রশিক্ষণ নেন।
কিন্তু গ্রামের বেলায় চিত্র ভিন্ন। সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

গ্রামের শিক্ষার্থীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকের সংখ্যাও কম। সমাজের শিক্ষক হয়তো বিজ্ঞান পড়ান। বাংলার শিক্ষক
পড়ান ইংরেজি বা গণিত বা অন্য কিছু। ফলে পাঠদান যেভাবে হওয়ার কথা তা
হচ্ছে না। এর প্রভাব পড়ছে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে।

আজিজুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক বলেন, শিক্ষকের অভাব ও সৃজনশীল
পদ্ধতি বুঝতে না পারায় শহর ও মফস্বলের শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ব্যবধান
লক্ষণীয়। ভালো ফলাফল যেন শহরের জন্যই নির্ধারিত হয়ে আছে। এবারের
এসএসসির ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীর স্কুলগুলোতে পাসের হার
প্রায় ৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জে পাসের হার ৭৮ দশমিক
০৪, শেরপুরে ৭৯ দশমিক ৭৮, শরীয়তপুরের ৭৮ দশমিক ৫০ শতাংশ।

সিলেট বিভাগের ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিলেট মহানগরীতে পাসের হার
৮৩ দশমিক ৭২ শতাংশ। তবে অন্য জেলাগুলোতে পাসের হার কম।
মৌলভীবাজার জেলায় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩১, হবিগঞ্জে ৭৬ দশমিক ৬১
শতাংশ। দিনাজপুরে বোর্ডের মধ্যে রংপুরে এবং নীলফামারিতে পাসের হার ৮৮
শতাংশ হলেও অন্যান্য জেলাগুলোতে পাসের হার কম। এ কারণে এ বোর্ডে সার্বিক
পাসের হার কমেছে।

বরগুনার বামনা উপজেলার আসমাতুন্নেছা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে
এবার একশ' শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে ৩০ জন পরীক্ষার্থী ফেল
করে। একজনও জিপিএ-৫ পায়নি। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সম্ভুনাথ ভৌমিক
বলেন, গণিতে বেশি শিক্ষার্থী ফেল করেছে। তিনি জানান, গণিতে ৩০ নৈর্ব্যক্তিক
নম্বর রয়েছে। ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা
নির্ধারিত সময়ে এর সমাধান করতে পারে না। ভালো শিক্ষক থাকলে শিক্ষার্থীরা
ভালো ফল করতে পারে বলে মন্তব্য করেন এই শিক্ষক। আরেক শিক্ষক বলেন,
গ্রাম এলাকায় গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের ভালো শিক্ষকের ব্যাপক সংকট
রয়েছে। তার ওপর বারবার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করায় সব বিষয়
নিজেরাই পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারছি না। শিক্ষার্থীদের কী পড়াব? বর্তমানে যে
প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাকে পর্যাপ্ত বলা যায় না।

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল খালেক বলেন, এ বোর্ডে
পাসের হার সবচেয়ে কম। কুমিল্লা শহরে পাসের হার আগের মতো থাকলেও
গ্রামের স্কুলগুলো খারাপ করেছে। এর প্রধান কারণ গ্রামের স্কুলগুলোতে নিয়োগ
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। আগামীতে নিয়মিত বিষয়টি
তদারকি করা হবে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি নজরুল
ইসলাম রনি বলেন, দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গ্রামে বাস করে। অথচ গ্রামের
শিক্ষার্থীরা নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকারের উচিত সেদিকে বিশেষ
দৃষ্টি দেয়া। নইলে তারা সব সময়ই পিছিয়ে থাকবে। তবে শহর ও গ্রামের বৈষম্য
দূর করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে
জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।